গল্পকার তারাশঙ্করের জীবন পঞ্জী

তারিখ	স্থান	ঘটনাপঞ্জী
ইংরেজী ১৮৯৮ সালের ২৩শে জুলাই, বাংলা ১৩০৫ সালের ৮ই শ্রাবণ, শনিবার।	বীরভূম জেলার অন্তর্গত লাভপুর গ্রামে।	গল্পকার তারাশঙ্করের জন্ম। বাবার নাম – শ্রী হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। মায়ের নাম – প্রভাবতী দেবী।
ইংরেজী ১৯০৩, বাংলা ১৩১০ সালের ৮ই মাঘ সরস্বতী পূজো	লাভপুর বাড়িতে	তারাশঙ্করের হাতে খড়ি।
ইংরেজী ১৯০৫ বাংলা ১৩১২	বীরভূম গভর্ণমেন্ট ইস্কুলে।	তাঁর ভর্তি।
ইংরেজী ১৯০৫, বাংলা ১৩১২।	লাভপুর বাড়িতে শারদীয়া পূজো উপলক্ষে।	তারাশঙ্করের প্রথম কবিতা "শারদীয়া পূজা আনন্দিত হই সবে," ঐ সব দেবতের আগমন বাড়িল।
ইংরেজী ১৯০৫ বাংলা ১৩১২	লাভপুর বাড়িতে	তাঁর বাবা মারা যান।
ইংরেজী ১৯১৪, বাংলা ১৩২১।	বীরভূম গভর্ণমেন্ট ইস্কুলে।	প্রথমবারে প্রবেশিকা পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ।
ইংরেজী ১৯১৫, বাংলা ১৩২২।	বীরভূম গভর্ণমেন্ট ইস্কুলে	প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

তারিখ	স্থান	ঘটনাপঞ্জী
ইংরেজী ১৯১৫ বাংলা ১৩২২।	বহরমপুর।	প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর তারাশঙ্কর প্রথমে বহরমপুরে ভর্তি হতে গেলেন কিন্তু সেখানে ছাত্রাবাসে স্থান না পাওয়ায় ভর্তি হলেন না।
ইংরেজী ১৯১৫, বাংলা ১৩২২।	কলকাতায় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে।	আই.এ. [illegible] নিয়ে ভর্তি হন
ইংরেজী ১৯১৬, বাংলা ১৩২৩।	লাভপুর।	তারাশঙ্কর বিয়ে করলেন শ্রীমতী উমাশশীকে।
ইংরেজী ১৯১৭, বাংলা ১৩২৪	কলকাতায় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ ত্যাগ।	স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার জন্য তিনি কলেজ ছাড়েন এবং গৃহবন্দী হন।
ইংরেজী ১৯১৮, বাংলা ১৩২৫।	লাভপুরে।	স্বদেশী আন্দোলনে গৃহবন্দী অবস্থায় [illegible] থেকে কাব্য চর্চা শুরু করেন। এই সময় তাঁর বড় ছেলে সনৎকুমারের জন্ম হয়।
ইংরেজী ১৯১৯, বাংলা ১৩২৬।	রাণীগঞ্জ।	কয়লা ব্যবসায়ী শ্বশুরের ইচ্ছায় তারাশঙ্কর কয়লা ব্যবসা শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন, কিন্তু তাতেও তিনি বিশেষ পারদর্শিতা অর্জনের সুযোগ পেলেন না। বাল্যকাল থেকে দেশ প্রেমের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন সেই দেশপ্রেমই তাঁকে আহ্বান জানায়।

তারিখ	স্থান	ঘটনাপঞ্জী
ইংরেজী ১৯২১, বাংলা ১৩২৭ ।	লাভপুর ।	তারাশঙ্কর নিপীড়িত মানুষদেরই শরিক হতে চেয়েছেন । তাইতো আমরা তাঁকে দেখি সেবাব্রতী পল্লী পরিক্রমক হিসেবে । তাঁরই আদর্শে পল্লীতে সমাজ সেবক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হল । পল্লীতে দুঃস্থদের সাহায্য করে যাত্রা অভিনয় করে টাকা তুলে গরীবদের মধ্যে বিতরণের বস্ত্রহীনদের ব্যবস্থা হল ।
ইংরেজী ১৯২২ বাংলা ১৩২৮ ।	লাভপুর	তাঁর দ্বিতীয় ছেলে সনৎকুমারের জন্ম হয় । মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের উন্মাদনায় তিনি এবং কংগ্রেসের সাথে যুক্ত হয়ে সেই সময় নিষ্ঠাবান বিপ্লবীদের দলে থাকেন । আর তেমনই সঙ্গে কাব্য চর্চার সাথে গ্রাম্য যাত্রা সমাজের সঙ্গে যুক্ত হন ।
ইংরেজী ১৯২৪ বাংলা ১৩৩০–৩১	লাভপুর	মানুষের সমাজের সেবাই ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে তাঁর আত্মার আসল পূজা । তাইতো আমরা তাঁকে দেখি পল্লীতে আগুন লাগলে তিনি ছুটে যান সদলবল আর সমাজ সেবক সমিতির বাহিনী নিয়ে । সাপে কামড়ালে যান ওষুধ নিয়ে । কলেরায় সেবা করেন । এই সময় তাঁর বড় মেয়ের গঙ্গার জন্ম হয়

তারিখ	স্থান	ঘটনাপঞ্জী
ইংরেজী ১৯২৫, বাংলা ১৩৩২।	বীরভূম	বীরভূমে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের মূল অধিবেশনে স্বাগত সভাপতির কবিতা রচনা, প্রথম পর্বে বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর প্রথম যোগাযোগ ও পরিচিতি। এই সম্মেলনে উপলক্ষে আবৃত্তি একটি কবিতা লেখেন, নাম – 'মাদুর পাতো', কবিতাটি পরবর্তী সময়ে জলধর সেন সম্পাদিত 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ১৩৩৩ সালে প্রকাশিত হয়।
ইংরেজী ১৯২৬ বাংলা ১৩৩৩।	কলকাতা	তারাশঙ্করের প্রথম কাব্য 'ত্রিপত্র' প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ছিলেন কলকাতার [illegible] নারায়ণ মুখোপাধ্যায়।
ইংরেজী ১৯২৬ বাংলা ১৩৩৩।	লাভপুর	তাঁর বড় মেয়ে বুলুর জন্ম হয়।
ইংরেজী ১৯২৭ বাংলা ১৩৩৪	কলকাতা	তারাশঙ্করের প্রথম গল্প 'স্রোতের কুটো' 'পূর্ণিমা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং ঐ বছরেই ফাল্গুনের সংখ্যায় বিখ্যাত 'কল্লোল' পত্রিকায় তারাশঙ্করের 'রসকলি' গল্প প্রকাশিত হয়।

তারিখ	স্থান	ঘটনাপঞ্জী
ইংরেজী ১৯২৮, বাংলা ১৩৩৫।	কলকাতা	তারাশঙ্কর কবিতা রচনার পরিবর্তে গল্প উপন্যাস রচনার দিকে এগিয়ে গেলেন। কল্লোল পত্রিকা গোষ্ঠীর উৎসাহ এর অন্যতম কারণও বলা যেতে পারে। ঐ বছরই, বৈশাখের সংখ্যায় 'কল্লোল' পত্রিকায় হারানো সুর গল্পটি প্রকাশিত হয়। এবং শ্রাবণ সংখ্যায় 'স্থল পদ্ম' প্রকাশিত হয়।
ইংরেজী ১৯২৯, বাংলা ১৩৩৬।	কলকাতা	স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার দরুণ তাঁর সাহিত্য সাধনায় বিঘ্ন ঘটে। এই সময় কালি কলম পত্রে একখানি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল এবং অন্য রচনায় মনোনিবেশ করা সম্ভব হয় নি। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'কল্লোল' পত্রিকায় 'রাইকমল' গল্পটি প্রকাশিত হয়। এই গল্পের নামকরণ করেছিলেন শ্রী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।
ইংরেজী ১৯৩০ বাংলা ১৩৩৭।	কলকাতা	আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে তারাশঙ্কর গ্রেপ্তার হয়ে জেলে যান। বন্দী জীবনে স্বাধীনতাকামী দেশপ্রেমীদের মধ্যে মতবিরোধ তাঁর মনকে ক্লিষ্ট ও বেদনায় বিদ্ধ করে। অবশেষে তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে সরে এসে লেখনীর মাধ্যমে দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে নিযুক্ত রাখার সিদ্ধান্ত নেন। সম্পূর্ণভাবে সাহিত্য জীবনকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেন।

তারিখ	স্থান	ঘটনাপঞ্জী
		বন্দী জীবনে বসে 'চৈতালী ঘূর্ণি' ও 'পাষাণপুরী' উপন্যাস লেখা শুরু করেন এবং কয়েকটি গল্প রচনা করেন।
ইংরেজী ১৯৩১, বাংলা ১৩৩৮।	কলকাতা	প্রথমে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় উপাসনা পত্রিকায়। আর ঐ সালের মাঘ ফাল্গুন সংখ্যায় তাঁর 'শ্রান্ত ধারা' গল্পটি ও 'মধুমায়া' গল্পটি প্রকাশিত হয়।
ইংরেজী ১৯৩১ বাংলা ১৩৩৮।	ভবানীপুর	ইতিমধ্যে জীবন হতে মুক্তিদেবতার জন্য ছোট ভাইকে সহ তার পড়া করে তারাশঙ্কর ভবানীপুরে একটি ছোট বাসাবাড়ি দেখালেন। বাংলা ১৩৩৮ এর বৈশাখ সংখ্যা 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'ডাইনীর বাঁশী' গল্পটি প্রকাশিত হয়। শ্রাবণ সংখ্যা উপাসনা পত্রিকায় 'বধূ হবে' এবং উপাসনা ফাল্গুন সংখ্যায় 'যাত্রা ভঙ্গ' গল্প প্রকাশিত হয়।
ইংরেজী ১৯৩২ বাংলা ১৩৩৯।	ভবানীপুর	ভবানীপুরের বাসাবাড়ি নিয়ে গোলমাল এবং সুভাষচন্দ্রের পরামর্শে তারাশঙ্কর তল্পি তুলে লাভপুরে চলে এলেন।
ইংরেজী ১৯৩২, বাংলা ১৩৩৯ এর ৭ই অগ্রহায়ণ	লাভপুর	৭ই অগ্রহায়ণ, তাঁর দ্বিতীয়া কন্যা বুলুর মৃত্যু হয়। মৃত্যুজনিত আঘাতে জর্জরিত অন্যদিকে সেই সময়েই তাঁর ছোট কন্যা বাণীর জন্ম হয়।

তারিখ	স্থান	ঘটনাপঞ্জী
ইংরেজী ১৯৩২ বাংলা ১৩৩৯।	শান্তিনিকেতন	তাঁর কন্যার রোগের উগ্রতা যখন কিছুটা কমে এল তখন তিনি শান্তিনিকেতনে চলে এলেন এবং এ সময়ায় উদয়নের ঘরে কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটলো। পল্লী প্রকৃতির মর্ম গুরুত্ব বুঝিয়ে তারাশঙ্করকে কবি রবীন্দ্রনাথ আশীর্বাদ জানাইলেন। বললেন — 'গ্রামের গল্প বোলো। নইলে ভারতবর্ষ বাঁচবে না।'
ইংরেজী ১৯৩৩ বাংলা ১৩৪০।	কলকাতা	বৈশাখ সংখ্যা 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় তাঁর 'মেলা' গল্প প্রকাশিত হয়। 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকা এবং সজনী কান্ত দাসের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ। বৈশাখ সংখ্যা 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় তাঁর 'আখড়াই দীঘি' গল্পটি প্রকাশিত হয়। এরপর শ্রাবণ সংখ্যা 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় তাঁর 'রাজা রাণী ও প্রজা' গল্পটি প্রকাশিত হয়। আশ্বিন সংখ্যা 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় তাঁর 'তৃণ' প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় তাঁর 'শ্মশান বৈরাগ্য' প্রকাশিত হয়। পৌষ সংখ্যা উপাসনা পত্রিকায় তাঁর 'সর্বনাশী এলোকেশী' প্রকাশিত হয়। মাঘ সংখ্যা প্রবাসী পত্রিকায় তাঁর 'ট্যারা' গল্প পরপর প্রকাশিত হয়। এই সময় বাংলায় তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'পাষাণপুরী' প্রকাশিত হয় এবং ঐ বছরেই আশ্বিন মাসে তাঁর তৃতীয় উপন্যাস

তারিখ	স্থান	ঘটনাপঞ্জী
		'নীলকণ্ঠ' ও প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসটি উৎসর্গ করেন শ্রী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়কে।
ইংরেজী ১৯৩৪ বাংলা ১৩৪১।	কলকাতা	বৈশাখ সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে তাঁর 'ঝাড়ু' গল্প প্রকাশিত হয়। বৈশাখ সংখ্যা 'বঙ্গশ্রী'তে তাঁর 'জলসাঘর' গল্প প্রকাশিত হয়। আশ্বিন সংখ্যা 'বঙ্গশ্রী'তে তাঁর 'বিলাস ডাক্তার' গল্পটি প্রকাশিত হয়। কার্তিক সংখ্যা 'প্রবাসী'তে তাঁর 'ঘাসের ফুল' গল্প প্রকাশিত হয়। কার্তিক সংখ্যা বঙ্গশ্রীতে তাঁর 'মুখুজ্জে মশায়' গল্প প্রকাশিত হয়। পৌষ সংখ্যা প্রবাসীতে তাঁর 'উমেদার' গল্প প্রকাশিত হয়। চৈত্র সংখ্যায় 'প্রবাসী' পত্রিকায় তাঁর 'কুশিদের হৃদয়' গল্প প্রকাশিত হয়। আশ্বিন মাসে তাঁর 'রাইকমল' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় এবং উৎসর্গ করেন কবি শ্রীমতী উমা দেবীকে। এই উপন্যাসটি 'রাইকমল' ও 'মালাচন্দন' গল্প দুটির পরিবর্ধিত রূপে রচিত হয়েছিল। 'রাইকমল' গল্পটি কল্লোল জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬ এবং 'মালাচন্দন' 'উপাসনা' পত্রিকায় ১৩৩৮ এর ফাল্গুনে প্রকাশিত হয়েছিল।
ইংরেজী ১৯৩৫-৩৬ সাল, বাংলা ১৩৪২	কলকাতা	শ্রাবণ সংখ্যা 'প্রবাসী' পত্রিকায় তাঁর 'পুত্রেষ্টি' গল্প প্রকাশিত হয়। আশ্বিন মাসে শারদীয় 'আনন্দবাজারে' তাঁর 'তারিণী মাঝি' গল্প প্রকাশিত হয়। দেশ পত্রিকায় তাঁর 'রাখাল বাঁড়ুজ্জে' গল্পটি প্রকাশিত হয়। এরপর

তারিখ	স্থান	ঘটনাপঞ্জী
		যথাক্রমে তাঁর কার্তিক প্রবাসীতে 'মহিলাল' মাঘ মাসে দেশ পত্রিকায় 'মনসুর মিয়া' এবং অন্য একটি ছোট পত্রিকায় 'খাজাঞ্চিবাবু' ফাল্গুন প্রবাসীতে 'বৃদ্ধি' চৈত্র মাসে দেশ পত্রিকায় 'বুড়োমো ছাড়ি' গল্পগুলি প্রকাশিত হয়।
ইংরেজী ১৯৩৬–৩৭ সাল বাংলা ১৩৪৩	কলকাতা	এই বছরের তারাশঙ্করের সব চাইতে বেশী গল্প বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বছরের প্রথম বৈশাখ মাসে তাঁর 'জননী' গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং দ্বিতীয়া কন্যা বুলুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হয়। এর পর জ্যৈষ্ঠ মাসে 'দেশ' পত্রিকায় 'সাধনা' ও 'পূজা' এবং 'বসুমতী' পত্রিকায় তাঁর 'রাত্রি' গল্প প্রকাশিত হয়। আষাঢ় 'প্রবাসী'তে তাঁর 'প্রাগৈতিহাসিক' প্রকাশিত হয়। ভাদ্র সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে তাঁর 'বৃদ্ধিজীবী' গল্প প্রকাশিত হয়। আশ্বিন মাসে 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর 'চোরাবাড়ির সন্ন্যাস' গল্পটি প্রকাশিত হয়। রবিবাসরীয় 'আনন্দবাজারে' তাঁর 'ইস্তফা' গল্পটি প্রকাশিত হয় এবং শারদীয় 'আনন্দবাজারে' 'সমুদ্র মন্থন' গল্পও প্রকাশিত হয়। কার্তিক সংখ্যা 'প্রবাসী'তে তাঁর 'ভাব ও স্বপ্ন', অগ্রহায়ণ, 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'রায়বাড়ি' এবং 'বিচিত্রা'তে 'মধুমাস্টার' গল্পগুলি যথাক্রমে প্রকাশিত হয়। পৌষ সংখ্যা 'ভারতবর্ষ' – এ

তারিখ	স্থান	ঘটনাপঞ্জী
		প্রকাশিত হয় তাঁর 'ব্যাধি' গল্প এবং মাঘ সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হয় তাঁর 'মাছের কাঁটা' গল্প ও 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর 'তপোভঙ্গ' গল্প। ফাল্গুন মাসে 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় দোলসংখ্যায় তাঁর 'বাঘুর্মা' প্রকাশিত হয় এবং চৈত্র মাসে 'প্রবাসী'তে তাঁর বিখ্যাত 'বহুদামী' গল্প প্রকাশিত হয় ও 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর পাঁওজনাই গল্প প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গশ্রী'তে তাঁর 'সমাপ্তি' গল্প প্রকাশিত হয়।
ইংরেজী ১৯৩৭—৩৮ বাংলা ১৩৪৪।	কলকাতা	এই বছরের প্রথম তিনমাস তাঁর কোন রচনা প্রকাশিত হয়নি। শ্রাবণ মাসে তাঁর 'জলসাঘর' গল্প গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, উৎসর্গ দুর্গাশঙ্কর ও পার্বতী শঙ্করকে। ভাদ্র সংখ্যা 'প্রবাসী'তে তাঁর 'দুই মোক্তারের সওয়াল' গল্পটি প্রকাশিত হয় এবং আশ্বিন সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে 'পঞ্চপুত্তলী' ও শারদীয় 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় তাঁর 'প্রতিমা' গল্প প্রকাশিত হয়। আশ্বিন মাসে তাঁর 'আগুন' উপন্যাস গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, উৎসর্গ করেন মিত্রের পিতৃদেবের উদ্দেশ্যে। এই উপন্যাসটি 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল। কার্তিক সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে তাঁর 'তিনশূন্য' গল্প এবং 'প্রবাসী'তে তাঁর 'রাজপুত্র' গল্প প্রকাশিত হয়। অগ্রহায়ণ সংখ্যা

তারিখ	স্থান	ঘটনাপঞ্জী
		'শনিবারের চিঠি'তে তাঁর 'সন্তান' গল্প প্রকাশিত হয়। মাঘ মাসে, 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর 'ইতিহাস' এবং চৈত্র সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে 'হোপি' গল্প প্রকাশিত হয়।
ইংরেজী ১৯৩৮-৩৯ সাল, বাংলা ১৩৪৫	কলকাতা	এই বছর বৈশাখ মাসের দ শেষে তাঁর 'রসকলি' গল্প গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 'রসকলি' গল্প গ্রন্থটি কবি শ্রী সুনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করা হয়েছিল। এই মাসেই তাঁর 'প্রবাসী'তে 'চৌকিদার', 'শনিবারের চিঠি'তে তাঁর 'রাজনাথ' গল্প প্রকাশিত হয়। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে তাঁর 'রাইচরণ' ও 'মুখোস' গল্পটি প্রকাশিত হয়, আষাঢ় সংখ্যা 'পরিচয়'-এ তাঁর 'মা' ও 'প্রবাসী'তে তাঁর অংশনার গল্প প্রকাশিত হয়। আশ্বিন মাসে একসঙ্গে দুটি বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর গল্প প্রকাশিত হয় এবং ~~দারুণ চাঞ্চল্য~~ সৃষ্টি চাঞ্চল্য পড়ে। আশ্বিন মাসে 'দেশ' পত্রিকায় 'তাঁটা', 'প্রবাসী'তে 'মা' 'শনিবারের চিঠি'তে 'মালাকার' শারদীয় 'আনন্দ বাজার' পত্রিকায় রাধারাণী 'কালিকলম' এ 'মুক্তাদেবর পথে' এবং 'দেশ' পত্রিকায় 'সাবিত্রী চুড়ি' গল্প প্রকাশিত হয়। এই ঘটনা বাংলা কথা সাহিত্যের উল্লেখ প্রথম। অগ্রহায়ণ মাসে অলকা পত্রিকায় 'শাপমোচন' গল্প প্রকাশিত হয়। মাঘ মাসে তাঁর 'বেদেনী' ও তার 'জলসাঘরী' গল্প প্রকাশিত হয়। এই বছরে তার আর কোন রচনা প্রকাশিত হয়নি।

তারিখ	স্থান	ঘটনাপঞ্জী
ইংরেজী ১৯৩৯–৪০ সাল, বাংলা ১৩৪৬ ।	কলকাতা	এই বছরেই তারাশঙ্করের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'কালিন্দী' 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে । এই উপন্যাসের জন্য সারা বছরে গল্প ও অন্য রচনা ও খুব কম প্রকাশিত হয়েছিল । মাত্র পাঁচটি গল্প সারা বছরে লিখেছিলেন । ফাল্গুন সংখ্যা 'শনিবারের চিঠিতে' তাঁর 'টুঁ - টুঁ' গল্পটি প্রকাশিত হয় এবং 'কলকা' পত্রিকায় তাঁর 'দেবতার ব্যাধি' গল্প প্রকাশিত হয়েছিল । কার্তিক মাসে 'ইমরুতী' পত্রিকায় 'চোরের মা', 'প্রবাসীতে' 'পিতাপুত্র' এবং 'শনিবারের চিঠিতে' 'বেদেনী' গল্প প্রকাশিত হয় । এছাড়া আর কোন গল্প প্রকাশিত হয়নি । ফাল্গুন মাসে তাঁর 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় । এই উপন্যাসটি উৎসর্গ করেন তাঁর মা ও পিসীমাকে।
ইংরেজী ১৯৪০–৪১ বাংলা ১৩৪৭ ।	কলকাতা	দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কাল । এই সময় তারাশঙ্কর কলকাতার বাগবাজার চ্যাটার্জি লেনে ১।১। ১। একটি ভাড়া বাড়িতে লাভপুর থেকে সপরিবারে চলে আসেন । ছেলে মেয়েদের পড়া ও পত্রিকার সাহচর্য্য এবং একটু ভাবে কলকাতায় থাকার সুবিধার জন্যই তিনি কলকাতায় সংসার জীবন শুরু করেন । আষাঢ় মাসের 'প্রবাসী' পত্রিকায় তাঁর 'ডাইনী' গল্পটি প্রকাশিত হয় এবং ভাদ্র মাসে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় তাঁর 'রাঙাদিদি' গল্প প্রকাশিত

॥ ৩ ॥

তারিখ	স্থান	ঘটনাপঞ্জী
		হয়। এই ভাদ্র মাসে তাঁর বিখ্যাত 'কালিন্দী' উপন্যাস প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসটি উৎসর্গ করেন বন্ধুবর শ্রী সজনীকান্ত দাস মহাশয়কে। আশ্বিন মাসে এক সঙ্গে তাঁর চারটি গল্প প্রকাশিত হয়। 'দেশ' পত্রিকায় 'ছোট জামাইবাবুর জীবন কথা', 'শনিবারের চিঠি'তে 'মিষ্টিকা' নামক 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় 'পিঞ্জর' এবং 'শারদীয় আনন্দবাজার' পত্রিকায় 'বন্দিনী কমলা' গল্প প্রকাশিত হয়। কার্তিক মাসে প্রকাশিত হয় তাঁর দুটি গল্প ও একটি উপন্যাস। 'শনিবারের চিঠি'তে 'এক রাত্রি' 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'চোরের পুণ্য' গল্প দুটি এবং প্রবাসীতে প্রকাশিত হয় 'কবি'।
ইংরেজী ১৯৪১-৪২ সাল বাংলা ১৩৪৮	কলকাতা	এই বছরের প্রথম দিকে আনন্দ চ্যাটার্জী লেনের ঠিকানা থেকে বাসা পরিবর্তন করেন তিনি। এবার তিনি কাশীনাথ দত্ত রোডে বরাহনগরের নতুন ভাড়া বাড়িতে উঠে আসেন। বৈশাখ মাসে 'তিন শূন্য' নামে গল্প গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং এই গল্পগ্রন্থে 'সুখনীড়' 'চারহাটির দেন্টীমন মাস্টার' ইত্যাদি গল্পগুলি ছিল। ঐ মাসেই 'প্রবাসী'তে তাঁর 'রবি পণ্ডিতের কাহিনী' গল্পটি প্রকাশিত হয় এবং এরপর পূজো পর্যন্ত নতুন কোন গল্প প্রকাশিত হয়নি। আশ্বিন মাসে শারদীয় 'আনন্দবাজারের'

তারিখ	স্থান	ঘটনাপঞ্জী
		'যাদুকরী' গল্প প্রকাশিত হয় তাঁর। কার্তিক মাসে 'শনিবারের চিঠি'তে তাঁর 'সনাতন' গল্পটি প্রকাশিত হয় ও 'প্রবাসী'তে তাঁর 'প্রত্যাবর্তন' গল্প প্রকাশিত হয়।
ইংরেজি ১৯৪২-৪৩ সাল, বাংলা ১৩৪৯	কলকাতা	ই জ্যৈষ্ঠ মাসে তিনি কলকাতা থেকে বীরভূম বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সাহিত্য শাখার সভাপতিত্ব করবার জন্য গেলেন। কিছুদিন পর পুনরায় বাসা পরিবর্তন করে আনন্দ চ্যাটার্জী লেনে ফিরে আসেন। বৈশাখের শেষে বড় কন্যা গঙ্গা দেবীর বিবাহ হয় শান্তিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। মাঘ মাসে তাঁর 'দুই পুরুষ' নাটক প্রকাশিত হয়। এরপর প্রকাশিত হয় বিখ্যাত 'গণদেবতা' উপন্যাস ফাল্গুন মাসে। উৎসর্গ করেন শ্রী সরোজকুমার রায় চৌধুরীকে। ফাল্গুন মাসের 'শনিবারের চিঠি'তে 'ন্যায়দণ্ডের মৃত্যু' গল্পটি প্রকাশিত হয়। এই সময়ে কলকাতায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঘনঘটা চলছে, জাপানী বোমার ভয় সকলকে ঘিরে। কলকাতায় এ্যান্টি ফ্যাসিস্ট রাইটার্স এ্যান্ড আর্টিস্টস এসোসিয়েশন গড়ে উঠেছে। তারাশঙ্কর এই সংস্থার সভাপতি হলেন দীর্ঘ দিন। তিনি ছিলেন তৃতীয় সভাপতি। পূর্ববর্তী দুজন হলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অতুল চন্দ্র গুপ্ত। এই দীর্ঘ

তারিখ	স্থান	ঘটনাপঞ্জী
		মাসেই কলকাতায় জাপানীরা বোমা ফেললো এবং একটা জাপানী বোমা তার [illegible] মধ্যে এল। তারাশঙ্কর ছেলে মেয়েদের নিয়ে বীরভূমের গ্রামে লাভপুর চলে গেলেন।
ইংরেজী ১৯৪৩-৪৪ সাল, বাংলা ১৩৫০	কলকাতা	যুদ্ধজনিত দুঃখ মানসিকতায় এই বছরের প্রথম দিকে কোন রচনাই প্রকাশিত হয়নি। আশ্বিন মাসে শারদীয়া উপলক্ষে কেবল কয়েকটি গল্প প্রকাশিত হয় তাঁর। আশ্বিন মাসে শারদীয়া 'যুগান্তর' পত্রিকায় তাঁর '[illegible]' গল্পটি প্রকাশিত হয়। এই মাসেই তাঁর 'বেদেনী' গল্প গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এই গল্প গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন শ্রী নির্মল কুমার বসুকে। আশ্বিন মাসে 'বিশ্ব' পত্রিকায় তাঁর '[illegible]' গল্প প্রকাশিত হয়। কার্তিক মাসে 'শনিবারের চিঠিতে' তাঁর '[illegible]' গল্পটি প্রকাশিত হয় এবং সেই সঙ্গে তাঁর '[illegible]' গল্প গ্রন্থটিও ঠিক এই মাসে প্রকাশিত হয়েছিল।
ইংরেজী ১৯৪৪-৪৫ সাল বাংলা, ১৩৫১।	কলকাতা	এই বছরের প্রথম দিকে দেখা যাচ্ছে লেখকের কোন গল্প প্রকাশিত হয়নি। যদিও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তখন অন্তিমকাল, জানি না কোন কারণেই হোক, লেখক তারাশঙ্কর এই সময় তাঁর কিছু লেখেননি। আশ্বিন মাসে পূজোর সময় তিনটি গল্প

তারিখ	স্থান	ঘটনাপঞ্জী
		প্রকাশিত হয়। শারদীয়া 'আনন্দবাজারে' তাঁর 'দোবারাকান্না' 'শনিবারের চিঠিতে' 'চন্দ্রকলা' এবং 'যুগান্তরে' 'উপোষী লক্ষ্মী' এই তিনটি গল্প প্রকাশিত হয়। অগ্রহায়ণে 'শনিবারের চিঠিতে' প্রকাশিত হয় তাঁর 'আহেরী' গল্পটি। এই মাসেই তাঁর ১৩৫০ গল্প গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এই গল্প গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন ন বা জ্যা শান্তিদেব। মাঘ মাসে কানপুরে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে সাহিত্য শাখায় সভাপতি হন তারাশঙ্কর।
ইংরেজী ১৯৪৫–৪৬ সাল, বাংলা ১৩৫২।	কলকাতা	বৈশাখ মাসে নববর্ষ সংখ্যা 'দৈনিক বসুমতী'তে তাঁর 'অসমা' গল্পটি প্রকাশিত হয়। শ্রাবণ মাসে 'গ্রাম যমুনা' গল্পগ্রন্থটি তাঁর প্রকাশিত হয়। আশ্বিন মাসে তাঁর দশ কয়েকটি গল্প পুস্তকার আকারে প্রকাশিত হয়। শারদীয়া 'আনন্দ বাজার' পত্রিকায় তাঁর 'ঠাকুর' গল্প 'শনিবারের চিঠিতে' 'কান্না' গল্প জনামায় বাংলায় 'ভূষণা' গল্প এবং কলরবে 'কাকপণ্ডিত' গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। অগ্রহায়ণ মাসে তাঁর 'শুক্লাভিসার' গল্প গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এই গল্প গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন শ্রী সুবল বন্দ্যোপাধ্যায়কে বছরের শেষে চৈত্র মাসে 'বিশ্ব' পত্রিকায় তাঁর 'শবরী' গল্পটি প্রকাশিত হয়।

তারিখ	স্থান	ঘটনাপঞ্জী
ইংরেজী ১৯৪৬–৪৭ সাল, বাংলা ১৩৫৩	কলকাতা	কলকাতার দাঙ্গা ও দেশের অস্থির অবস্থা তারাশঙ্করকে বিষাদ গ্রস্ত করেছিল, যে কারণে প্রায় দিনে কোন রচনা প্রকাশিত হয়নি। আশ্বিন, মাসে শারদীয়া 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় বিখ্যাত 'হাসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসটি বেরোল। এই সময় কথাশিল্পী পত্রিকায় তাঁর 'কামধেনু' গল্পটি প্রকাশিত হয়। মাঘ মাসে তাঁর 'ইমারত' গল্প গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গল্প গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বাংলা ১৩৫৩ সালেই ফাল্গুন মাসে তারাশঙ্কর তাঁর ছোট ছেলে সরিৎ কুমারের বিবাহ দেন এবং মোটর গাড়ী কেনেন।
ইংরেজী ১৯৪৭–৪৮ সাল, বাংলা ১৩৫৪	কলকাতার টালা পার্ক	দেশের স্বাধীনতা লাভ ও অন্যান্য কারণে এই বছরটি লেখকের জীবনে উল্লেখযোগ্য। এই বছরেই তারাশঙ্কর টালা পার্কে জমি কেনেন নিজের বাড়ির জন্য এবং বাড়ির কাজ শুরু করেন। পঞ্চাশ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে বাংলা দেশের সাহিত্যিকগণ দ্বারা সম্বর্ধিত হন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক তাঁর সাহিত্য প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ শরৎস্মৃতি স্বর্ণ পদক দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বছরের প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের রজত জয়ন্তী উৎসব কলকাতায় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন তিনি এবং বোম্বাইতে

তারিখ	স্থান	ঘটনাপঞ্জী
		সহপাঠদের সাহিত্য শাখার সভাপতিত্ব করেন। বছরের প্রথম বৈশাখ মাসে গল্প 'ভারতী' পত্রিকায় 'পাটনি' গল্প প্রকাশিত হয় তাঁর। এই বছর তিনি ডেকান পাবলিশিয়া সংখ্যায় ছলনা দি এবং পৌষ মাসে তারাশঙ্করের হস্তে গল্প গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। 'শ্রী পঞ্চমী' গল্প গ্রন্থটি এবং 'শনিবারের চিঠিতে' প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর 'মহাপ্রস্থান' গল্পটি। চৈত্র মাসে প্রকাশিত হয়, বছরের শেষ 'উপন্যাস আমন ওপাড়া'।
ইংরেজী ১৯৪৮—৪৯ সাল, বাংলা ১৩৫৫	কলকাতার টালা পার্ক	এই বছরের প্রথম দিকে টালা পার্কের বাড়ি নিয়ে দুই বছর থাকেন এবং দুবছর পর টালা পার্কের নিজের বাড়িতে গৃহ প্রবেশ হলো। এই বর্ষ বসুমতার পত্রিকাও কয়েকটি গল্প তিনি লিখেছিলেন। তার মধ্যে প্রকাশিত কাহিনী গল্প গুচ্ছের এইসব গল্পগুলি অমুদ্রিত হয়েছিল। এই গল্পগুলোতে তিনি কলকাতার মানুষের স্মৃতি নিয়ে একখানি গল্প লিখেছিলেন। ফাল্গুন মাসে মাত্র 'ছায়াপথ' পত্রিকায় 'পবিত্র সিংহের ছেলেটা' গল্পটি তাঁর প্রকাশিত হয়েছিল।
ইংরেজী ১৯৪৮—৪৯ বাংলা ১৩৫৫।	বৈদ্যনাথধাম	পূজার ঠিক পরেই তিনি বৈদ্যনাথধাম যান বেড়াতে এবং থাকেনও কিছুদিন।

তারিখ	স্থান	ঘটনাপঞ্জী
ইংরেজী ১৯৪৮–৪৯ সাল, বাংলা ১৩৫৫	লাভপুর	বৈদ্যনাথ ধাম থেকে ফেরার পথে তিনি লাভপুর যান এবং জন সম্বর্ধনা লাভ করেন।
ইংরেজী ১৯৪৮–৪৯ সাল, বাংলা ১৩৫৫	কলকাতার টালা পার্কে	কলকাতায় ফিরে তাঁর জীবনের এক দুঃখজনক ও বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটে। 'সন্দীপন পাঠশালা' উপন্যাসটির ছায়াছবি মুক্তিলাভ করে। এই ছবিটির বিষয়বস্তু নিয়ে কিছু মানুষের ক্ষুব্ধ মনোভাব প্রকাশ পায়। একদিন উত্তর হাওড়া সেবা সঙ্ঘের রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করে ফিরছিলেন তারাশঙ্কর এবং ফেরার পথে কিছু লোকের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে আহত হয়েছিলেন। এই ঘটনাটি মানসিকভাবে তাঁকে ক্লিষ্ট করেছিল এবং দীর্ঘদিন তিনি ভুলতে পারেন নি।
ইংরেজী ১৯৪৯–৫০ সাল, বাংলা ১৩৫৬	কলকাতার টালাপার্ক	এই বছরটি থেকে তারাশঙ্করের সৃষ্টির দিকে এবং বাংলার গল্পের শূন্যতায় বিরাজ করছে। মাত্র দুটি গল্প সারা বছরে প্রকাশিত হয়েছিল আশ্বিন মাসে শারদীয়া 'যুগান্তর' পত্রিকায় তাঁর মাটি গল্পটি এবং 'শনিবারের চিঠি'তে তাঁর 'বেদের মেয়ে' গল্পটি প্রকাশিত হয়।
ইংরেজী ১৯৫০–৫১ সাল, বাংলা ১৩৫৭	কলকাতার টালাপার্ক	পূর্ববর্তী বছরের শূন্যতা এই বছরের সর্বদিকে পূর্ণতা পায়। অবশ্য, বলা চলে, এই বছরের যাবতীয় প্রকাশিত রচনা আগের বছর থেকেই লেখা শুরু হয়েছিল। আশ্বিন মাসে 'শনিবারের চিঠি'তে 'রাধা' গল্পটি তাঁর প্রকাশিত হয়।

তারিখ	স্থান	ঘটনাপঞ্জী
		কার্তিক মাসে তাঁর মাটি গল্প গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল। এই গল্প গ্রন্থের 'ময়দান', 'গার্ড চ্যাটার্জিদের কাহিনী' ও অন্য অন্য গল্পগুলি সংকলিত হয়েছিল।
ইংরেজী ১৯৫১–৫২ সাল, বাংলা ১৩৫৮	কলকাতার টালাপার্ক	বৈশাখ মাসের 'মৌচাক' পত্রিকায় তাঁর 'ডাইনী' গল্পটি প্রকাশিত হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশিত হয় তারাশঙ্করের 'আমার কালের কথা' (আত্ম-জীবনীমূলক রচনা)। এই আত্মজীবনী মূলক গ্রন্থটি তিনি উৎসর্গ করেছিলেন একসঙ্গে চারজনকে – শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শচীন্দ্র নাথ চক্রবর্তী এবং সরোজ নাথ মিত্রকে। কার্তিক মাসে শারদীয়া 'যুগান্তরে', প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর 'শিলাসন' গল্পটি। মাঘ মাসে 'শিলাসন' গল্প গ্রন্থটি তাঁর প্রকাশিত হয়। এই 'শিলাসন' গল্প গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছিলেন শ্রী প্রমথনাথ বিশীকে। এই বছরের মধ্যে তিনি বিধান পরিষদের মনোনীত সদস্য পদ লাভ করেন।
ইংরেজী ১৯৫২–৫৩ সাল, বাংলা ১৩৫৯	কলকাতার টালাপার্ক	এই বছরে বিধান পরিষদের কাজ নিয়ে অত্যাধিক বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন বলে কোন গল্প তাঁর প্রকাশিত হয়নি।

তারিখ	স্থান	ঘটনাপঞ্জী
ইংরেজী ১৯৫৩-৫৪ বাংলা ১৩৬০ ।	কলকাতার টালাপার্ক	শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত হয় তারাশঙ্করের 'আমার সাহিত্যজীবন', (আত্মজীবনী) প্রথম খণ্ড, উৎসর্গ করেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে। আশ্বিন মাসে 'পুষ্পমণি' পত্রিকায় 'বিশু চক্রবর্তীর কাহিনী' গল্পটি প্রকাশিত হয় এবং কার্তিক মাসে প্রকাশিত হয় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রিয়গল্প' বইটি।
ইংরেজী ১৯৫৪-৫৫ সাল, বাংলা ১৩৬১	কলকাতার টালাপার্ক	বছরের প্রথমেই তারাশঙ্কর কাশীধামে গুরুর দীক্ষা নেন। আশ্বিন মাসে 'ইঙ্গিত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'দেবতাস্থার' গল্পটি। 'সুর্মাও' গল্পটি ও এই মাসেই প্রকাশিত হয়েছিল।
ইংরেজী ১৯৫৫-৫৬ সাল, বাংলা ১৩৬২	কলকাতার টালাপার্ক	এই বছরটি তারাশঙ্করের জীবনে স্মরণীয়। সাহিত্য সৃষ্টির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার লাভ। এই বছরেই চীনা লেখক সু সুমের সফর উপলক্ষে ভারত সরকার কর্তৃক সাহিত্যিক প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হয়ে চীনে যাওয়া হয়। কিন্তু অসুস্থতা হেতু তারাশঙ্করের দ্রুত দেশে প্রত্যাবর্তন। এই কারণে এই বছরে রচনার সংখ্যা খুবই কম। মাত্র একটি গল্প ও একটি গল্প সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর। বৈশাখ মাসের 'তরুণের স্বপ্ন' পত্রিকায় 'জন্মান্তর' গল্পটি প্রকাশিত হয়। 'বিস্ফোরণ' গল্প গ্রন্থে একটি মর্মর, 'বিস্ফোরণ', 'জটায়ু', 'কালোমেয়ে হয়, পৌষ আসমান খেলোয়াড়ী ও গুমনাম ঘরের আদি' গল্পগুলো সংকলিত হয়েছিল।

তারিখ	স্থান	ঘটনাপঞ্জী
ইংরেজী ১৯৫৬–৫৭ সাল, বাংলা ১৩৬৩	কলকাতা থেকে চীনে গমন।	এই বছরটিও পূর্ববর্তী বছরকে অনুসরণ করেছে। তারও সরকারের সাহিত্য একাডেমীর পুরস্কার লাভ করেছেন তারাশঙ্কর। এই বছর পুনরায় চীন সরকারের আমন্ত্রণে সাংস্কৃতিক প্রধান উপদেষ্টা তারাশঙ্করের চীন গমন। শ্রাবণ মাসে 'শনিবারের চিঠিতে' তাঁর একালের কাদম্বরী গল্প প্রকাশিত হয়। এই মাসেই তাঁর 'কৈশোর স্মৃতি' (আত্মজীবনী) ও প্রকাশিত হয়। ভাদ্রমাসে তাঁর 'তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। আশ্বিন মাসে 'রথযাত্রা' পত্রিকায় তাঁর 'কমল মাঝি' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল। ফাল্গুন মাসে 'আনন্দবাজার' পত্রিকার দোল সংখ্যায় তাঁর 'সুলতান ফিরোজশাহ' গল্পটি প্রকাশিত হয়।
ইংরেজী ১৯৫৭–৫৮ সাল, বাংলা ১৩৬৪	কলকাতা থেকে মস্কো ও তাসখন্দে গমন	এই বছরে এশীয় লেখক সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটিতে যোগদানের জন্য তারাশঙ্করের মস্কো গমন। ভারতীয় লেখক প্রতিনিধি দলের নেতারূপে তাসখন্দে এশীয় লেখক সম্মেলনে তাঁর যোগদান। শ্রাবণ মাসে তাঁর ছোট মেয়ে বাণীর বিবাহ হয়। অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত হয় তাঁর 'বিষপাথর' গল্পগ্রন্থটি।
ইংরেজী ১৯৫৮–৫৯ সাল, বাংলা ১৩৬৫।	নিজ বাড়ি কলকাতার টালাপার্কে অবস্থান।	বৈশাখ মাসে 'মানুষের মন' গল্প গ্রন্থটি প্রকাশিত তাঁর। শ্রাবণমাসে তাঁর 'রবিবারের আসর' গল্প গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

তারিখ	স্থান	ঘটনাপঞ্জী
ইংরেজী ১৯৫৯-৬০ সাল, বাংলা ১৩৬৬	কলকাতা থেকে মাদ্রাজে গমন।	এই বছর তারাশঙ্কর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে জগত্তারিণী স্বর্ণ পদক লাভ করেন এবং মাদ্রাজে সর্বভারতীয় লেখক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। এই বছরেই তিনি বিধান পরিষদের সদস্য পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন আবার, ভারতের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক রাজ্যসভার সদস্য মনোনীত হন। ভাদ্র মাসে তাঁর 'প্রেমের গল্প' সংকলন প্রকাশিত হয়। আশ্বিন মাসে 'উল্টোরথ' পত্রিকায় তাঁর 'বাঞ্ছাপূরণ' গল্পটি প্রকাশিত হয়। এই বছর তাঁর আর কোন গল্প প্রকাশিত হয়নি।
ইংরেজী ১৯৬০-৬১ সাল, বাংলা ১৩৬৭	নিজবাড়ি কলকাতার টালাপার্কে অবস্থান।	শ্রাবণ মাসে তারাশঙ্করের রবিবারের আসর গল্প গ্রন্থের প্রকাশ হয়। এই গল্প গ্রন্থ 'বিষ পাথর' গ্রন্থের নবরূপায়ণ। এই মাসেই 'পৌষ লক্ষ্মী' গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়।
ইংরেজী ১৯৬১-৬২ সাল, বাংলা ১৩৬৮	নিজবাড়ি কলকাতার টালাপার্কে অবস্থান।	এই বছরটিতে কেবলমাত্র ফাল্গুন মাসে তারাশঙ্করের একটি মাত্র গল্প গ্রন্থ 'চিরন্তনী' প্রকাশিত হয়। তাছাড়া, তাঁর আর কোন প্রকাশিত বইয়ের তালিকা নেই।

তারিখ	স্থান	ঘটনাপঞ্জী
ইংরেজী ১৯৬২-৬৩ সাল, বাংলা ১৩৬৯	নিজবাড়ি কলকাতার টালাপার্কে অবস্থান।	এই বছর ভারত সরকার কর্তৃক পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত হন তারাশঙ্কর। বৈশাখ মাসে তাঁর 'অ্যাকসিডেন্ট' গল্প গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল। আষাঢ় মাসে 'ছোটদের ভালো ভালো গল্প' গ্রন্থটি তাঁর প্রকাশিত হয়। অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত হয় তাঁর 'আমার সাহিত্য জীবন, (আত্মজীবনী) দ্বিতীয় খণ্ড। এই আত্মজীবনী গ্রন্থটি তিনি উৎসর্গ করেন শ্রী [illegible] কুমার দাসকে। এই বছরে একটি মৃত্যু ভারাশঙ্করকে প্রচণ্ড আঘাত দেয়। বড় জামাই শান্তি শঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যু কিছুদিনের জন্য সাহিত্য সৃষ্টিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে এবং এই সময় থেকেই তারাশঙ্কর ছবি আঁকা ও [illegible] গড়া শুরু করেন। যার মধ্যে ভারাশঙ্করের বিরাট শিল্প প্রতিভার সন্ধান পাওয়া যায়।
ইংরেজী ১৯৬৩-৬৪ সাল, বাংলা ১৩৭০।	নিজবাড়ি কলকাতার টালাপার্কে অবস্থান।	বৈশাখ মাসে তারাশঙ্করের 'জলসা' গল্প গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল। জ্যৈষ্ঠ মাসে শিশির কুমার পুরস্কার লাভ করেন তারাশঙ্কর। ভাদ্র মাসে তাঁর গল্প 'পঞ্চাশৎ' প্রকাশিত হয়। অগ্রহায়ণ মাসে তারাশঙ্করের 'আয়না' গল্প গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।
ইংরেজী ১৯৬৪-৬৫ সাল, বাংলা ১৩৭১	নিজবাড়ি কলকাতার টালাপার্কে অবস্থান	বৈশাখ মাসে তাঁর 'চিন্ময়ী' গল্প গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ফাল্গুন মাসে 'উত্তরায়ণ'-এ তাঁর 'চিন্ময়গুণের কালাচাঁদ' গল্পটি প্রকাশিত হয় তাঁর 'একটি প্রেমের গল্প' গল্প গ্রন্থটি।

তারিখ	স্থান	ঘটনাপঞ্জী
ইংরেজী ১৯৬৫-৬৬ সাল, বাংলা ১৩৭২।	নিজবাড়ি কলকাতার টালাপার্কে অবস্থান।	ফাল্গুন মাসে 'নীহারিকায়' তাঁর 'তুলনার তুলনা' গল্পটি প্রকাশিত হয়। এই বছরই তারাশঙ্কর রাজ্যসভার সদস্য পদ হতে অবসর গ্রহণ করেন।
ইংরেজী ১৯৬৬-৬৭ সাল, বাংলা ১৩৭৩।	নিজবাড়ি কলকাতার টালাপার্কে অবস্থান ও নাগপুর গমন	জ্যৈষ্ঠ মাসে তাঁর 'কিশোর সঞ্চয়ন' গল্প গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। অগ্রহায়ণ মাসে 'দীপার প্রেম' গল্প গ্রন্থও প্রকাশিত হয়। এ বছর নাগপুর নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে সাহিত্য শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন তিনি।
ইংরেজী ১৯৬৭-৬৮ সাল, বাংলা ১৩৭১	নিজবাড়ি কলকাতার টালাপার্কে অবস্থান।	এই বছর তারাশঙ্কর একলক্ষ টাকার 'জ্ঞানপীঠ সাহিত্য পুরস্কার' লাভ করেন। বাংলাসাহিত্যে এই পুরস্কার তিনিই সর্বপ্রথম পান। মাঘের মাসে কলকাতার ৫ টির প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মেয়র কর্তৃক নাগরিক সম্বর্ধনা লাভ করেন তিনি। শ্রাবণ মাসে একাডেমী অব ফাইন আর্টস হলে তারাশঙ্করের প্রথম চিত্র প্রদর্শনী হয়। এই শ্রাবণ মাসেই তাঁর সপ্ততিতম জন্মদিবস উপলক্ষে মহাজাতি সদনে দেশবাসীর সম্বর্ধনা জ্ঞাপন। শ্রাবণ মাসে তাঁর 'নারী রহস্যময়ী' গল্প গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গল্প গ্রন্থ তিনি উৎসর্গ করেন শ্রী বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়কে। ভাদ্র মাসে তাঁর 'শিবানীর অদৃষ্ট' গল্প গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ফাল্গুন মাসে তাঁর 'গোবিন্দ সিংহের ঘোড়া' ও 'জায়া' গল্প গ্রন্থ দুটি প্রকাশিত হয়।

তারিখ	স্থান	ঘটনাপঞ্জী
ইংরেজী ১৯৬৮-৬৯ সাল, বাংলা ১৩৭৫	নিজবাড়ি কলকাতার টালাপার্কে অবস্থান।	এই বছরটি তারাশঙ্করের জীবনে স্মরণীয়। ভারত সরকার কর্তৃক তারাশঙ্কর সম্মানসূচক পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ডি. লিট. উপাধিতে তাঁকে ভূষিত করে। জ্যৈষ্ঠ মাসে তাঁর 'এক পশলা বৃষ্টি' গল্প গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ফাল্গুন মাসে তাঁর 'ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।
ইংরেজী ১৯৬৯-৭০ সাল, বাংলা ১৩৭৬।	নিজবাড়ি কলকাতার টালাপার্কে অবস্থান।	জ্যৈষ্ঠ মাসে তাঁর 'মিছিল' গল্প গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গল্প গ্রন্থ তিনি উৎসর্গ করেন উদয়ন মুখার্জী পালীকে। এই বছর তারাশঙ্কর সাহিত্য একাডেমির ফেলো নির্বাচিত হন। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ডি. লিট. উপাধিতে তাঁকে ভূষিত করে এবং এই সময়েই তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। এই বছরে তারাশঙ্করের মা পরলোক গমন করেন।
ইংরেজী ১৯৭০-৭১ সাল, বাংলা ১৩৭৭	নিজ বাড়ি কলকাতার টালাপার্কে অবস্থান	এই বছরে তারাশঙ্করের কোন গল্প প্রকাশিত হয় নি। কেবল মাত্র তাঁর উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল।
ইংরেজী ১৯৭১ সাল, বাংলা ১৩৭৮	কলকাতার ময়দানে।	বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যাপারে তাঁর উৎকণ্ঠা প্রকাশ পায় ও ময়দানের কোন এক সভায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।

তারিখ	স্থান	ঘটনাপঞ্জী
ইংরেজী ১৯৭১ সাল, বাংলা ১৩৭৮।	মিত্রবাড়ি কলকাতার টালাপার্কে অবস্থান।	এ বছরের আগস্টের শেষের দিকে তিনি মস্তিষ্কের রক্ত ক্ষরণ জনিত ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে দু সপ্তাহের অধিক কাল তিনি লুপ্ত চেতন অবস্থায় কাটিয়েছিলেন।
ইংরেজী ১৯৭১ সাল, বাংলা ১৩৭৮	কলকাতার নিম তলা মহাশ্মশান	এই বছরের ১৪ই সেপ্টেম্বর, বাংলা ২৮শে ভাদ্র, মঙ্গলবার সকাল ৬-২৪ মিনিটে তারাশঙ্কর মহাপ্রয়াণ করেন। নিমতলা মহাশ্মশানে তাঁর দাহকার্য হয়।
ইংরেজী ১৯৭১ সাল, বাংলা ১৩৭৮	উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়	এই বছরের আশ্বিন মাসে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে মরণোত্তর ডি.লিট উপাধি প্রদান করেন। তাঁর স্ত্রী উমাশশী দেবী সেটি গ্রহণ করেন।

উপরি-উক্ত তারাশঙ্করের জীবন পঞ্জী অবলম্বনে ছোট গল্পের লেখক হিসাবে তাঁর জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা কিভাবে ছোটগল্পগুলির মাধ্যমে রূপায়িত করেছে এবং ছোট গল্প রচনা করতে গিয়ে তাঁর যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় সে সবের আলোচনাই বর্তমান অধ্যায়ের অভিপ্রেত।

তারাশঙ্করের জীবনে কতকগুলি চমকপ্রদ অভিনব ঘটনা ঘটেছে যা তারাশঙ্করকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছে।

প্রথমেই ধরা যাক বুলুর মৃত্যু। পিতৃহৃদয়ের এক হাহাকার ধ্বনি তাঁকে রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘিরে ফেলেছিল। তাঁর মনে হয়েছিল, এ পৃথিবীতে এক শোকাতুর তিনি ছাড়া কেউ কোথাও নেই। তাঁর হৃদয়ে যেন একটা বেদনা-বিধুর চিত্র ফুটে উঠলো। কিন্তু তাঁর সমগ্র জীবনে এই আঘাত একটা পরিবর্তন এনে দিল। তাঁর জীবন প্রবাহের মোড় ঘুরে গেল। বুলা হারিয়ে তাঁর সাহিত্য জীবন শুরু হলো। কন্যা বুলুকে কেন্দ্র

করেই তিনি রচনা করলেন শ্মশান ঘাট গল্পটি । সংসারের সকল বন্ধ তার কেটে গেল । সাহিত্য তাকে এই মর্মান্তিক শোক ভুলিয়ে দিতে সাহায্য করলো । তারাশঙ্কর বলেছেন, "কিন্তু শোক চিরদিন থাকেনা । চিরদিন কেন, বোধকরি, যে সুখকে মানুষ ক্ষণস্থায়ী বলিয়া আক্ষেপ করে, তার চেয়েও স্বল্পক্ষণস্থায়ী । শোক আস্বাদে অতি তীব্র অপূর্ব, তার প্রভাব অতি - অতি পবিত্র । শোক মানুষকে উদার করে, পঙ্কিল জীবনের উর্দ্ধে লোককে লইয়া যায়, তাই শোক অল্পক্ষণ স্থায়ী । এ গল্প বুলুর মৃত্যুর ছ মাস বাদ পরের কথা । বুলুর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে আমার সত্যকার সাহিত্য জীবনের প্রথম হয় গল্পের সৃষ্টি নাম 'শ্মশানঘাট'। কিন্তু মৃত্যুতে ভাবলেশ এই বেদনা এই কথাই প্রধান করে গল্পটি গড়ে উঠেছে । তার মধ্যে অন্য যাহারা উদাসী আছেন যে বস্তুর বেদনা ফুটে উঠেছে সে আমারই বেদনা । সংসারের সহজ সকল বন্ধন আমার কেটে গেল ছিঁড়ে গেল - এই আঘাতে ।"[1]

অপর একটি ঘটনা হল তারাশঙ্করের পিসীমার ঘটনা । ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকেই তারাশঙ্কর, স্বামী সন্তান হারা পিসীমার কোলে মানুষ হয়েছিলেন । তাঁর জীবনের প্রথম থেকেই কুড়ি বছর পর্যন্ত পিসীমার প্রভাব ছিল অক্ষুণ্ণ । পিসীমা তাদের পারিবারিক ঐতিহ্য ও মর্যাদারক্ষার জন্য তারাশঙ্করকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন । তাঁর জীবনে প্রথম কণ্ঠার সুর বাণ ও এনে দিয়েছিলেন বলাই বাহুল্য, তাঁর পিসীমাই । উপযুক্ত শিক্ষা ও শাসনের মাধ্যমে তারাশঙ্কর মানুষ হতে লাগলেন এই পিসীমার কোলেই । এই পিসীমাই তাঁর রচনায় জীবন্ত চরিত্র রূপে ধরা দিয়েছেন । তবে সেটা ছোট গল্পে নয় একটি প্রখ্যাত উপন্যাসে - 'ধাত্রীদেবতা' ।

অপর ঘটনাটি হল তাঁর মায়ের ঘটনা । পল্লীগ্রামের রক্ষণশীল পরিবারের বধূ হয়ে ও তারাশঙ্করদের সংসারের শত সহস্র কর্মের মধ্যেও তিনি পড়াশুনা করে গেছেন । তিনি ছিলেন এক অসাধারণ মহিলা । প্রতিভাময়ী ছিলেন তিনি । তাঁর মা-ই তাঁদের বাড়ীর শ্রী ফিরিয়েছিলেন । তারাশঙ্কর লিখেছেন - "আমার জীবনে মা-ই

---

১. আমার সাহিত্য জীবন । তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় । এপ্রিল ১৯৭৭ । বেঙ্গল সাহিত্য কুটীর । পৃঃ ৬১

আমার সত্যসত্যই ধরিত্রী, তাঁর মর্মভূমিতেই আমার জীবনের মূল নিহিত আছে শুধু সেখান থেকে রসই গ্রহণ করেনি তাকে আঁকড়েই দাঁড়িয়ে আছে।"[২]

পরবর্তীকালে আমরা যে গল্পকার তারাশঙ্করকে পাই সেই গল্প লেখারও বলার আগ্রহ তৈরী হয়েছে তাঁর মায়ের কাছ থেকেই। তাছাড়া, তারাশঙ্করের লেখার ভেতর যে ভাষা এত স্পষ্ট রয়েছে গভীর স্বদেশানুরাগ যা আজও অনেকটাই উত্তরাধি-কার সূত্রে এসেছিল তাঁর মায়ের কাছ থেকেই। প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর মা-ই তাকে রাখী পরিয়ে দিয়ে উচ্চারণ করেছিলেন – 'বাংলার মাটি – বাংলার জল' – মায়ের এই স্বদেশানুরাগ, সাহিত্য প্রসঙ্গ পড়ার আগ্রহ লেখার প্রেরণা তারাশঙ্কর পেয়েছিলেন। তারাশঙ্করের মা-ই তাকে শান্তি ও প্রেরণা দিয়েছিলেন। বাবার তারাশঙ্করকে ছেড়ে ১০ বছর বয়সে সাহিত্যিক তারাশঙ্করের উত্থান ঘটাতে সাহায্য করেছিলেন তিনি। তারাশঙ্কর নিজেই স্বীকার করেছেন সেকথা – 'এই সময়ে আমার ইচ্ছের ও চেষ্টার সক্রিয়তার তিনি যখন আসতেন লিখতে আমাকে। সর্বাপেক্ষা রাগ হত এবং বিপদ হত আমার উপন্যাস পড়া নিয়ে। তখন যা পাই পড়ি। পড়ি না শুধু পাঠ্য পুস্তক। কিন্তু শুধু বই পড়তে দিয়েই ধরা পড়ি তাঁর কাছে। তাঁরও ক্লান্তি নেই, আমারও ক্লান্তি নেই। অথচ এই পড়ুয়ার শুধু আমার আজকের আসক্তির মূল তিনি। তিনি আমার পড়ুয়ার আসক্তি বাড়িয়েছেন। আমার উপর তাঁর গল্প বলার শক্তি ছিল। অনেক গল্প আজও মনে আছে। আজও কানে বাজছে–

'কোথা গেলি মা কাজল রাঙা
খুড়োও আমার মধু খারা
প্রাণে আমার খুঁটা বাঁধা
পাঁচ্চ বাবা কন্যা বারা –
চোখের জলে ভাসে ধরা।'[১]

---

২. আমার কালের কথা। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈশাখ, ১৩৬২। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স। পৃঃ ৪১৩।

গল্প শোনে না ছেলে মামার চোখ বুজিয়ে দিয়ে একটি বিশেষ প্রবাদ বাক্য বলতেন – বলনে ওয়ালা ঝুটা, শুননে ওয়ালা সাচ্চা, অর্থাৎ গল্প যে বলে সে বলে মিথ্যে কিন্তু যে শোনে সে শোনে সত্য।"[৩]

তারাশঙ্করকে বলতে শুনি, "প্রথম রাখী বক্তেশ্বর মিশ্র আমার গুরু মশাই পাঠশালার ছিলেন। তিনি রাখী এনে আমার মায়ের হাতে বেঁধে দিতেই মা তাঁর হাত থেকে একটি রাখী নিয়ে আমার হাতে বেঁধে দিয়ে মন্ত্র পড়েছিলেন – তালপাতার পাখি – তালপাতার জল –"[৪]

অপর একটি ঘটনা এক সন্ন্যাসীর। তিনি ছিলেন অদ্ভুত সব গল্প বক্তা। সন্ন্যাসীর গল্প শোনার জন্য তারাশঙ্কর পীড়াপীড়ি করতেন এবং ফলে সেই সন্ন্যাসী তারাশঙ্করকে গল্প না বলে তৃপ্তি পেতেন না। এই গল্প শুনে শুনেই তারাশঙ্কর হয়ে উঠেছেন সার্থক গল্পকার। তারাশঙ্করের রচনাবলী থেকে জানা যায় সেকথা। "পিতা হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রথমা স্ত্রী বিয়োগের কয়েক বৎসর পর বেশ পরিণত বয়সে তারাশঙ্করের জননী প্রভাবতী দেবীকে বিবাহ করেন। প্রথমে একটি পুত্র সন্তান হয়ে সূতিকাগারেই তার মৃত্যু হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ তখন। আজকের থেকে মানুষের বিশ্বাস, আচার বিচার ও ধ্যান ধারণা সেদিন অনেক ভিন্ন ধরনের ছিল। হরিদাসের বয়স তখন তিন কুড়ি পার হয়েছে, তখনও তিনি অপুত্রক। অবশ্য প্রথম পক্ষের স্ত্রীর গর্ভজাত এক কন্যা ছিলেন। সেই সময় এক সন্ন্যাসীর পরামর্শে তারা পূজার পত্তন হল তাঁর সংসারে। তারা পূজাগৃহের পূজা শেষ হলে গ্রামের বাইরে তাঁর যে বৃহৎ আমবাগান ছিল সেখানে শক্তিরূপের দেবী পদে চতুর্দশীর দিন তারা দেবীর মূর্তি নির্মাণ করিয়ে পূজার ব্যবস্থা হল। সেই পূজা প্রতিষ্ঠার দু বৎসর পর তারাশঙ্করের জন্ম। সেই কারণে অর্থাৎ তারা দেবীর নামের প্রসাদ যুক্ত করে পুত্রের নামকরণ করা হল তারাশঙ্কর।"[৫]

---

৩. তদেব। পৃঃ ৪৯। ৪. তদেব, পৃঃ ৪৯।

৫. তারাশঙ্কর – রচনাবলী। ১ম খণ্ড। / তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়/ শ্রাবণ, ১৩৭৯ / মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স / পৃঃ ১৫

আর একটি ঘটনা মনে বেদে – বেদেনীদের ঘটনা। পুস্তিকায় বলেন বেদে বেদেনীদের আবির্ভাব বিরাট আড়ম্বরে হত। তারাশঙ্কর বলেছেন, বেদিয়ারা আসত। বেদে বেদিয়া সাপুড়ে। ব্রাহ্মণবাড়ীর আসত বর্ষায় সময়। মাঠে ঘাটে হেঁটেই ঘুরত। ওদের সাপ খেলিয়ে গান গেয়ে ভিক্ষা করত, বাঁদরও নাচাত, আর চলত। ওরা চলত মেদিনীপুর পর্যন্ত। কালো কষ্টিপাথরের মত এদের গায়ের রং, তেমনি কি ছিল চুল – পুরুষদের দাড়ি – মেয়েদের এমন প্রাচুর্য যে তাবৎ যে কোন স্বল্পকেশী নারীদের মনে পীড়া দিতে পারে। মেয়েদের চুলও ছিল তেমনি – বুক কালো তা এক রাশ চুল, বেণীর হাওয়ায় দুলতে থাকত মুখ ধারণার বাইরে মেয়েদের মত। তেমনি টিকলো নাক, আর নীল চোখ। এদের গানের দু-একটা মনে আছে।

> ও কালী নাগ উড়নাতে লুকাতে – বাসর ঘরেতে –
> বেহুলা নাচে পাঁজর দোলাতে পারে দুলাতে।

রাধিকা বেদেনীর সঙ্গে আমার অন্য একটি সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বিয়েদের সুন্দর চেহারা এবং রাধিকার একপিঠ কালো চুল আর নীল চোখ বেশ আকর্ষণ করত আমাকে। রাধিকা এক – একদিন বাঁদর নিয়ে নাচাতে আসত। গাইত –

> বাঁদর নাচ দেখিবা।
> তেমনি তেমনি তেমনি করে, বাবার করে,
> ও বাঁদর নাচ দেখ বলো।
> দেখ না আমার খোকাবাবুর টাকায়
> তেমনি বিদায় পাইবো।

আমার চিবুক স্পর্শ করে বলত – খোকাবাবুর কাছে একখানা শাড়ি নেব আমি গো খোকাবাবু, হ্যাঁ। তা আমি দিয়েছিলাম।[৬]

---

৬. আমার কালের কথা / তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় / বৈশাখ ১৩৮২ / মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স। পৃঃ ৪৮ – ৪৯।

বালক তারাশঙ্করের মনের স্মৃতিতে ছবি হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে তারাশঙ্কর তাঁর শৈশবে দেখা বেদে বেদেনীদের জীবনকে আশ্রয় করে রচনা করেছিলেন "বেদেনী" গল্প ও "নাগিনী কন্যার কাহিনী"।

তারাশঙ্করের গল্পগুলির বিষয়বস্তু পরিবেশ চরিত্র ও জীবন যাত্রা একটি বিশেষ অঞ্চলকে ঘিরে রচিত হয়েছে। সেটি তাঁর স্বগ্রাম লাভপুর। এই লাভপুরের বিভিন্ন বর্ণ ও শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে তাঁর বাল্যকাল থেকেই ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। এই অভিজ্ঞতাই তাঁর ছোট গল্পে সুন্দর ভাবে রূপায়িত হয়েছে। প্রসঙ্গত, বৈষ্ণবীয় জীবন ধারার কথা এসে পড়ে। বৈষ্ণবদের আখড়ায় তারাশঙ্করের ঘনিষ্ঠ ও নিয়মিত যাতায়াত ছিল। বৈষ্ণবদের সুখ দুঃখের কথা তাঁর মনের স্মৃতিতে ছবি হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে তারাশঙ্কর তাঁর শৈশবে দেখা বৈষ্ণবদের জীবনকে আশ্রয় করে, রচনা করেছিলেন 'রসকলি', 'মালাচন্দন', 'রাইকমল' প্রভৃতি ছোট গল্পগুলি। রাইকমল প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর বলেছেন, "এ দেশের মধ্যে অজয় নদীর উত্তরতীর অঞ্চল টুকুর একটা বৈশিষ্ট্য আছে। পশ্চিমে জয়দেব, কেন্দুলি থেকে কাটোয়ার অজয় ও গঙ্গার সঙ্গমস্থল পর্যন্ত 'কানু বিনে গীত নাই', অতি প্রাচীন বৈষ্ণবের দেশ।"[১৭]

---

৭. তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ। ১ম খণ্ড। জগদীশ ভট্টাচার্য। জুলাই ১৯৭৫। সাহিত্য সংসদ। পৃঃ ১০৯।